দৈনিক বাংলা

16/6/80

233

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের চলতি এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বোর্ডের কন্ট্রোলার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ সোমবার (১৬ই জুন) থেকে অনুষ্ঠিতব্য বিষয়গুলোর পরীক্ষা আপাতত স্থগিত ঘোষণা করা হলো। উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সংশোধিত সময়সূচী অনতিবিলম্বে জানানো হবে।

পরীক্ষা স্থগিতের কোন সুনির্দিষ্ট কারণ দেখানো হয়নি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে অনিবার্য কারণে এই পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি এইচএসসি পরীক্ষার শুরুতেই প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণাদি দাখিল করেন ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পত্র-পত্রিকায়ও ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন পত্র ছাপা হয়। সর্বোপরি কলেজ শিক্ষকগণ পরীক্ষার খাতা না দেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বার বার বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত বিষয়টির স্থায়ী সমাধান দাবী করে তাঁরা পত্র-পত্রিকায় বিবৃতিও দেন।

ইতিমধ্যে বাংলা দুই পেপার ইংরেজী দু পেপার, বিজ্ঞান বিভাগের পদার্থবিদ্যা দুই পেপার, কলা বিভাগের অর্থনীতি দুই পেপার এবং বাণিজ্যিক বিভাগের বাণিজ্যনীতি দুই পেপার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

গতরাতে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মূলত প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণেই পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। ইতিপূর্বে যেসব বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে— পুনরায় এইসব বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষা স্থগিত

(১ম পাতার পর)

হবে কিনা সে ব্যাপারে দুই একদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। আর পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারটির তদন্ত করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, এই পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে এবার তিনটি বিভাগে সর্বমোট ৩৬ হাজার ৮ শত ৩৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করছিলেন। ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিদেশে দুইটি কেন্দ্র সহ মোট ৭৩টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। শুরু থেকেই এই পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস সহ বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির মুখোমুখী হয়। ঢাকায় ৭ই জুনের হরতাল ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে ৩৭ জন পরীক্ষার্থী বাদে বাকি সবাই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। রাজধানীর ১৯টি কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ১১ হাজার ৯ শত ২৮ জন।

শিক্ষকরা খাতা দেখবেন না

সরকারী কলেজ শিক্ষকরাও চলতি এইচএসসি পরীক্ষার খাতা না দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এ কে এম আলী রেজা এবং বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক এম শরীফুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্নীতি স্থায়ীভাবে প্রতিরোধের ব্যাপারে সরকারীভাবে সুস্পষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঢাকা বোর্ডের চলতি এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করার জন্যে সরকারী ও বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন, দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা, বিভিন্ন অসদুপায় অবলম্বন এবং শিক্ষকদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন ও ভাতি প্রদর্শনসহ শিক্ষা অঙ্গনে যে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, বর্তমানে তার পুনরাবৃত্তিতে দেশের শিক্ষক সমাজ ও অভিভাবক মহলসহ সকল সচেতন নাগরিকই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল প্রবণতা বন্ধ করে শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র সমাজসহ সচেতন নাগরিকগণকেও ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছেন।